প্রিয় বন্ধু এবং প্রিয় কবি মাহমুদা রুনুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার তরফ থেকে ছিটে ফোঁটার এই পর্ব।

ছিটে ফোঁটা - ৫

'দ্রব্যমূল্য' আর 'বয়স' বেড়ে আবার কমে ছিল কবে? নাকি এটা গরীবের বেসাইজের কোন ঢিলা প্যান্ট যে খালি নামবে? তবুতো দেখি লোকের হৈ চিৎকার থামেনা। এ ওরে দোষায় কেবল। রাজারে কয় মন্দ কথা। তথা নিন্দা । তথা তিরষ্কার। ওদিকে রাজাগনের মহা জ্বালা। মাত্র গোটা কতক হাত দিয়ে ক'টা সামলায়? দেশ না দেশের মানুষ? ব্যাঙ্ক না ব্যবসা? দূর্যোগ না দূর্নীতি? পথঘাট না পরিবহন? কি করে ঠেকায় এই জোড়া জোড়া অশান্তি, ভেবে পায়না। সময়ে সরকারী সুরাহাও দেখি তুচ্ছ গন্য হয়। আমি মুরোদ না থাকা মানুষের দলে। যারে কয় ক্ষুদ্রবিত্ত। এমনও না যে দাম বাড়লো বলে রাজপথে নেমে হৈ চৈ বাঁধাবো আর লোক জড়ো করে নিজের পাওনার চেয়ে বেশী এই ক্ষোভ- দূর্ভোগের কথা শোনাবো। সঙ্কোচ তো হয়ই, লজ্জাও করে। অতএব, বোঝার উপর শাক আর শাকের উপর মূলোর আঁটি বয়ে বেড়াই দিনরাত। আর সক্কলের মত। ওদিকে দেশের এহেন দূর্দশা দেখে নেতাকূলের ধৈর্য্য ছুটে যায়। যাবারই কথা। নিজেরা যা করতে পারেনি উনচল্লিশ বছরে, তাই পেতে জেদ ধরবে উনচল্লিশ ঘন্টায়। কেন যে!

আমাদের গরীবিয়ানা আর ঠিকমত খেতে পরতে না পারার গল্প কে না জানে? তাছাড়া মানুষ অভাবী হলে, দায়গ্রস্থ হলে তাকে যে কম খেতে হয় এই সত্যও জনগনের জানা ছিল। এত জেনেও বানিজ্যমন্ত্রীর দেয়া "কম খাওয়া"র পরামর্শটা অনাহারীর পেটে বল্লমের খোঁচা ছাড়া আর কি? যাহোক, চড়া বাজার দর নিয়ে মন্ত্রীর এহেন অপরিপক্ক মন্তব্য গোটা পরিস্থিতিকেই যেন উসকে দিল মাত্র। যে আশকারাতে দেশের সুচতুর ব্যাবসায়ীগন মাথায় চড়ে বসলেন।আর হাভাতে জনগনের সর্বনাশ যা হবার তা হলো।
তবে অভাব যতই থাক, বাঙ্গালীর আত্মাটা কেন জানি বেমানান বড়। আর বড় বলেই খাওয়া নিয়ে হল্লা গুল্লা করা এ জাতির পুরনো রেওয়াজ । সেটা যে কেবল খেতে, তা না। খাওয়াতেও। ওই যে, ধরে বসায়, চেপে খাওয়ায়। কি যে সুখ! তার উপর খাব কম। ফেলব বেশী। সেও আরেক মজা। তাতে কার কি ক্ষতি হলো, কার মেজাজ চটে গেল, কার খাওয়া বাদ পড়ল- কে দেখে? চলে গেলেই বা কি?
তবে এও সত্য যে, অভাব এবং তাকে ঘিরে অনিশ্চয়তা আমাদের চিরকালের। আছে ফুরিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা। পাওয়া না পাওয়ার ভয়। আর বঞ্চনার এক দীর্ঘ ইতিহাস। খাওয়া নিয়ে আমাদের বেড়ে অধৈর্য্য হবার দূর্নাম সেই কারনেই রটেছে কিনা কেজানে!

তবু দেখি ধার দেনাতেই দশজনার দিন চলে যায়। চলেওনা আবার। জীবনের গুরুগঞ্জনা সয়ে তবু বাঁচে। সরকার নির্বিকার। সময়ে নিরুত্তর। আগে নুন আনতে পান্তা ফুরাতো এখন পান্তা আনতে নুনটুকু ফুরিয়ে যায়। তারপরেও এদেশের মানুষের ধৈর্য্য প্রশ্নাতীত! তারা লড়াই করে। সহন করে আর যাপন করে পরিত্রানহীন এক আশ্চর্য নাগরিক জীবন। দৈনিক খরচের সঙ্গেই যা ক্ষয়ে যায় দিনরাত। বাড়ীভাড়া, গাড়ীভাড়া, বিদ্যা , চিকিৎসা, বকেয়া বিল। যাবতীয় ব্যায়ভারে নুয়ে পড়ে মানুষ। কোন কিছুর সাথেই আর পেরে ওঠেনা। কেবল খাওয়া কমিয়ে দিয়েই নিজের সাথে পেরে ওঠে খানিকটা। যার না আছে উপশম, না প্রতিকার। আর না পেরে ওঠার এই যন্ত্রনা নিয়েই তারা উপায়হীন পিছু হটে। অনবরত। এক পা। দুই পা। ক্রমশ: ৩৯ বছরকাল। ভাবি সেই দেয়ালটার কথা। যাতে একদিন সত্যি সত্যি পিঠ ঠেকে যাবে সেইসব মানুষের। আর অনায়াসে তাদের দুই হাত সামনে চলে আসবে। প্রতিরোধের দুই হাত। তিরিশ কোটি প্রতিবাদ। একদিন নিশ্চিত ঠেকিয়ে দেবে অনাচারী যত কান্ডকারখানা। দেবেই।

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক